ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭৭৭

আগরতলা,২৭ জুলাই,২০২৬

১০ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে হাম- রুবেলা টিকাকরণ অভিযান

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, ত্রিপুরার উদ্যোগে ২৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন ত্রিপুরার রাজ্য কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে রুটিন টিকাকরণ বিষয়ক রাজ্যস্তরীয় পর্যালোচনা সভা এবং এমআর টিকাকরণ অভিযান–২০২৬ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ১০ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত সারা রাজ্যে হাম- রুবেলা (এম আর) টিকাকরণ অভিযান সংগঠিত হবে।

আসন্ন এমআর (**Measles-Rubella**) টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- নিখুঁত মাইক্রোপ্ল্যান তৈরি এবং যে সব শিশুরা হাম- রুবেলা টিকা নেবে তার তালিকা প্রস্তুত করা।
- টিকাকরণ পরবর্তী সম্ভাব্য প্রতিকূল ঘটনা (AEFI) দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি।
- টিকাকরণ নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক যোগাযোগ ও সচেতনতামূলক প্রচার পরিচালনা করা।

শিশুদের ১০০ শতাংশ টিকাকরণ নিশ্চিত করতে সকল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা বিভাগ, আইসিডিএস, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়াও, কোনো যোগ্য যেন টিকাদান থেকে বাদ না পড়ে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় জানানো হয় যে, এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাম (Measles) ও রুবেলা (Rubella) প্রতিরোধে রাজ্য আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। রাজ্যের প্রতিটি যোগ্য শিশুর কাছে টিকার সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে- একটি শিশুও যেন এই সুরক্ষাবলয় থেকে বাদ না পড়ে। এই লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগ, আইসিডিএস, স্থানীয় প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা আশা প্রকাশ করেন যে, এমআর টিকাকরণ অভিযান-২০২৬ সফলভাবে সম্পন্ন হলে ত্রিপুরা হাম ও রুবেলা মুক্ত হওয়ার পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। এই পর্যালোচনা ও ওরিয়েন্টেশন সভায় এনএইচএম ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকবৃন্দ, সব জেলার আধিকারিকবৃন্দ এবং অন্যান্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

*****